বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির দিগ্বিজয়

পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য

দেশ ভ্রমণের নেশা বাঙালির প্রায় মজ্জাগত। দেশের ভেতরে এদিক - সেদিক করবার সুবিধে তো প্রচুর, তাই প্রায় যেখানে - সেখানে ভ্রমণ - পিপাসু বাঙালির দেখা তো মিলবেই। মুখের আদলে পরিচয় তো সহজ, তবু এমন ব্যক্তি প্রচুর পাওয়া যায় যাঁরা শখ করে মধ্যে মধ্যে ধুতি বা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে নিজেদের বাঙালিয়ানা জাহির করেন, যদিও নব্য বাঙালিরা তেমন চিতে লজ্জাবোধ করেন। বিশ্বাস করুন, বিদেশে কোন বঙ্গ সম্মেলনে অপ্রয়োজনেও ধুতি - শাড়ি - সিঁদুরের টিপ দেখা যায় কখনো-সখনো।

বঙ্গ সম্মেলনের কথা যখন উঠল তখন স্বভাবতই সবাই আশা করবেন যে ভারতের কলকাতায় বা বাংলাদেশের ঢাকা নগরিতেই পৃথিবীর সব চাইতে বড় সম্মেলন হওয়া স্বাভাবিক। না, এখানে আমাদের বাঙালিয়ানা কিন্তু একটা ধাক্কা খেতে পারে, যখন বাঙালি শুনবে যে পৃথিবীর বৃহত্তম বঙ্গ সম্মেলন হয় উত্তর আমেরিকা কোন শহরে। সে সম্মেলনের ইংরাজি নাম হল North America Bengalee Conference বা NABC । সত্যি বলতে কি এই সম্মেলনকে 'বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলন' বললেও কিছু ভুল হবে না। এদেশে আমরা আমেরিকা বলতে বুঝি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু কানাডা-ও উত্তর আমেরিকার এক বিশেষ রাষ্ট্র। কানাডা ও একটা মুখ্য স্বাধীন দেশ, যেখানে বঙ্গ - ভাষী অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা হিসেবে প্রচুর আর ওখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয় আর সাহিত্য পত্রিকাও অনেক প্রকাশিত হয়। ওরাও ত্বট্টচট্ট্র -র সদস্য আর ২০০২ সালের জুলাইতে বঙ্গ সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল কানাডার টরন্টো নগরিতে কালীবাড়িতে তিনদিন ধরে। বঙ্গ সম্মেলন হয়েছিল ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে, ২০০৪ এ বাল্টিমোরে, এবার নিউ ইয়র্কে ২০০৫ -এর অধিবেশন। বঙ্গ সম্মেলনের ইতিহাস যাচাই করলে দেখা যায় যে এই সম্মেলনের শু হয়েছিল ১৯৮১ সালে, যে - হিসাবে এবার ছিল রজত-জয়ন্তীউৎসব আরতা আবার হয়েছিল নিউ ইয়র্ক শহরেই। কোন কোন ভাবুক বাঙালি এ'কে কুম্ভ মেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন, আর তাতেঠিক হয়েছে যে২০০৬ ও ২০০৭ এর অধিবেশনগুলো হবে যথাক্রমে হিউস্টন ও শিল্পনগরী ডেট্রয়েটে।

এই সুযোগ উল্লেখ করতে হয় ত্বট্টচট্ট্র -র চতুর্দশ মহাসম্মিলনের (জুলাই, ১৯৯৪), যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমেরিকার দ্বিতীয় মহানগর সংস্কৃতি - খ্যাত শিকাগো শহরে। শিকাগো স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে জড়িত ধর্ম - মহাসভার জন্য বাঙালি তথা ভারতবাসীর কাছে বিখ্যাত। সে বছর ছিল ধর্ম -মহাসভার শতবর্ষতে তাই শিকাগোতে। সে বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বাগত ভাষন জানান শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েবাংলা ভাষার অধ্যাপক ক্লিন্টন শিলি (Clinton B Seely) তাঁর অনবদ্য বাংলা ভাষণে। অনেকেই এই ভাষণ শুনে চমৎকৃত হন। 'সাংবাদিক' পত্রিকার সম্পাদিকা পূরবী নন্দী লেখেন, 'এক আশ্চর্য অনুভূতি, অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ--- আমেরিকার মাটিতে বসে বঙ্গ - সম্মেলনের স্বাগত ভাষণ শুনলাম প্রকৃত বাংলা দরদী একআমেরিকান সাহেবের কাছে এবং বাংলা ভাষায়। শুধু ভাষণটি শুনলেই 'চতুর্দশ বঙ্গ - সম্মেলন' এত দূর থেকে ছুটে যাওয়া সার্থক হয়।"

প্রকৃতপক্ষে এই সার্থকতা নির্ভর করছে দেশে দেশে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন ও যথাযথ রূপায়ণের উপরে। বর্তমানে যে প্রশ্নটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা হল, বাংলা ভাষায় শিক্ষিত যাঁরা প্রথম প্রজন্ম হয়ে বিদেশে যান, তঁ

াদের উপর দায়িত্ব থাকবে উত্তর পুষের দিকে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ডালি এগিয়ে দেওয়া। এটা প্রত্যেক বঙ্গভ াষীর নৈতিক দায়িত্ব হওয়া উচিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্প্রসারণে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা নেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক সিলি (Clinton B Seely) অন্যতম। তিনি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত Peace Corps এর ভলান্টিয়ার হিসেবে বরিশ ালে ছিলেন। সেখানেই বাংলা ভাষা শিক্ষা শু করেন ও কবি জীবনানন্দের কবিতা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ১৯৯০-এ কবি জীবনী ও নির্বাচিত কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করে "A Poet Apart" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উচচমানের এই গ্রন্থটির জন্যই ১৯৯৩-এর মে মাসে তিনি আনন্দ পুরষ্কারে ভূষিত হন। জীবনানন্দের কাব্যের উপর গবেষণার ফলেই তাঁর পিএইচ ডি।

ক্লিন্টন সিলি চতুর্দশ আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলনের স্বাগত ভাষণ বলেন, উত্তর আমেরিকার চারটি ৰিবিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা নিয়মিতভাবে পড়ানো হয়। মাঝে মধে গ্রীষ্মকালে University of Washington -এ ভাষাটার চর্চা হয়। তবে সারা বছর ধরে এর চর্চা চলে নিউ ইয়র্ক প্রদেশের দুটো জায়গায় ঃ Cornell University Ithaca শহুরে আব Columbia University, New Yourk শহরে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে শিকাগো ৰিবিদ্যালয়ে বাংলা শেখানো হচেছ। বাংলা শেখানে া হয় Philadelphia শহরে, University of Pensylvannia -তে। শিকাগো ৰিবিদ্যালয়ে বাংলা চর্চা শু করেছিলেন অধ্যাপক ডিমক (Prof. Edward C. Dimock) তারপর যেমন হয়, একটা পরম্পরা গড়ে উঠল। ডিমকের অবসর গ্রহণের পর তাঁর 'মানসিক উত্তর পুষ' ও শিষ্যরা Ralph Nicholas, অনন্ত ঘোষ, Ronald Inden, (Clinton B. Seely) বাংলা পড়াচেছন। ইদানিং যোগ দিয়েছেন নতুন অধ্যাপক দীপেশ চত্রবর্তী। বর্তমানে মুখ্য অধ্যাপক হয়ে আছে অধ্যাপক সিলি।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির গুণগত দিকটাই বিভিন্ন দেশের বিদগ্ধ মানুষকে এর পঠন - পাঠনে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই প্রসঙ্গে ব াংলা ভাষায় সুপণ্ডিত Dr. William Radice তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বইতে ভূমিকায় লিখেছেন,

"Bengali stands sixth in the world in its number of speakers, has the richest and most developed modern literature in South Asia, was the mother tongue of many leading reformers and activists of 19th century and 20th century India, and so now the national language of Bangladesh and the state language of West Bengal. There is sizeable diaspora in India, the language of Rabindranath Tagore , the greatest and best – known modern South – Asian writer and it is the language of India's most celebrated film – maker Satyajit ray…"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যজিৎ রায়, এই মহানত্রষ্টার জীবন - ব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতটাএগিয়ে গেছে তা পরবর্তী আলোচনা থেকে জানা যাবে।

গত বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে। সেবছর সা হিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেই ক্ষান্ত হননি তিনি, তাঁর অপরূপ সৃষ্টির সম্ভার নিয়ে বার বার হাজির হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, গড়ে তুলেছেন পারস্পরিক বন্ধন বাংলা ভাষার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য ভাষার। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত এই পরিত্রমা ছিল অন্তহীন। তাঁর জীবিত অবস্থা থেকেই শু হয়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রবীন্দ্র সাহিত্য চত্র গড়ে ওঠার, যা তঁ ার মৃত্যুর পর আরো ব্যাপকতররূপ নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এয় ার্সে থাকাকালীন Madam Victoria Okampo -র আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। Madam Victoria -র প্রচেষ্টার ফলেই ১৯৬১ সালে আর্জেন্টিনায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্র জন্ম - শতবর্ষ পালিত হয়েছিল। স্মারক ডাক - টিকিট, রাস্তার নাম ইত্যাদি কবিগুর নামে প্রচলিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথের অধ্যয়নকালীন শিকাগোর নিকটবর্তী ইলিনয়ের রাজধানী Urban champaigm -এ বেশ কিছুকাল কাটিয়ে গিয়েছিলেন; সম্ভবত তারই ফলস্বরূপ ৰিবিদ্যালয়ের মধ্যে একটা 'Tagore – Cell' গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রন াথের ও রবীন্দ্র বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ এই ৰিবিদ্যালয়ের লাইবেরিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্র - সেল এর অধিবেশন এখনো নিয়মিতভাবে হয়।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পরে, গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আমেরিকার বিশিষ্ট ৰিবিদ্যালয়ে South East Asia Study সংত্রান্ত বিভাগ গড়ে ওঠে, যা বিদেশে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণে সহায়ক হয়।

আমেকিান যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শু হয়েছিল ১৯৬৫ সালে; নাম ছিল 'Colloquium on Bengali Studies', শু করেছিলেন অধ্যাপক Rachel R. Vanmetar ও তাঁর ছাত্র ও গবেষক শ্রী অজিযুও রায়, যাঁরা Michigan State University (M.S.U) - (Lansing -; Deptt. of Asian Studies চালাতেন। অধ্যাপক T.W. Clark, University of London - MSU - তে আসেন। এর আগে অধ্যাপক ক্লার্ক London University তে ড. তারাপদ মুখার্জির সহযোগিতায় পথের পাঁ াচালীর অনুবাদ করেছিলেন। Prof Clark যখন visiting Professor হয়ে MSU -তে আসনের তখন Dr. Willium Ross - Director, Asian Studies Center, Michigan । এই দুই মহানুভবের পারস্পরিক সহযোগিতায় Colloquium- টি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে MSU campus -এ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। Dr. Ralph Nicholas কয়েক বছর পর ত্তব্রহু -র Anthropology Department -এ যোগদান করেন ও এই ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখান। এরপর এই Colloquium - MSU, University of Chicago -তে স্থানান্তরিত হয়। এখানেই এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন Edward C. Demock (South East Asian Study Center, University of Chicago)- উনি ১৯৯৪-এ অবসর গ্রহণ করার পর Dr. Ralph Nicholas এই সংস্থার প্রধান হন এবং নতুন নামকরণ হয় South Asia Languages and Civilization. Dr . Nicholas কে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন Dr. Clinton B. Seely । বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পাসারণে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা নেন ডডক্ত. ত্রন্দ্বন্দ্বপ্তস্ত । ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে লনডনের School of Oriental and African Studies, সংক্ষেপে SOAS - Dr. William Sutton Page একটি বাংলা বিভাগের সূচনা করেন এবং বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে বেশ কিছু পথনির্দেশক মৌলিক গবেষণার কাজ অগ্রসন হন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান Prof T. W. Clark । ১০৬৯ সালে স্বল্প সময়ের জন্য তিনি SOAS -এ বাংলার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন ও ১৯৬৯ - এ তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐ দায়িত্বভাব বহন করেন। এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন ড. মুখার্জি বাংলা শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত রচনা সম্ভার রেখে যান তা পরবর্তীকালে SOAS -রে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। William Radice এই স্কুল থেকেই ব াংলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং পরে মাইকেল মধুসূদনের কাব্যের উপর গবেষণা করে ড্ক্টরেট ড়িগ্রি পান। এরপর তিনি ত্রথট্টত্র - এই অধ্যাপানা শু করেন। তাঁর প্রকাশিত বাংলা সংক্রান্ত বই - এর তালিকায় আছে রবীন্দ্রনাথের গল্প ও কবিত ার ইংরাজি অনুবাদ ও বাংলা ভাষা শিক্ষাদান বিষয়ে একটি সুচিন্তিত বই। বিদেশে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি প্রচারে তাঁর অবদানের জন্য বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় দেশ থেকেই তিনি সম্মানিত হন। Dr. William Radice পৃথিবীর এত ভ াষা থাকতে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হলেন কেন -- এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজের রচনাতেই এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, ‘‘বিভূতিভূষণের লেখা অপুর সংসারের চিত্ররূপ দেখে মূল বাংলায় এই বই পড়বার সঙ্কল্প করি।’’ পরবর্তী জীবনে এই সঙ্কল্পকে তিনি আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ও আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন।

একটা মহৎ সাহিত্য বা একটা মহৎ সৃষ্টি কেমন করে একটা ভাষাকে তার ভৌগোলিক সীমানা পার করে বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে পৌছে দেয়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ ও সত্যজিৎ। বাংলা ভাষাকে এক উচচমানে উত্তীর্ণ করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বজনবিদিত। তাই সে কথার পুনল্লেখ না করে এখানে বিভূতিভূষণ ও সত্যজিৎ সম্বন্ধেই কিছু নিবেদন করব।

বিভূতিভূষণ ও সত্যজিৎ, সাহিত্য ও চলচিচত্রের মাধ্যমে একে অপরের পরিপূরক রূপে বাংলা সাহিত্য ও চলচিচত্রকে সা হিত্যের দরবারে পৌছে দিয়েছেন। ১৯২৯ সালে পথের পাঁচালী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন করে নেন। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যের আসরে পৌছতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় আরও ২৬ বছর। ১৯৫৫ সালে পথের পাঁচালী চলচিচত্র রূপে প্রকাশিত হয়। এবং বাংলা তথা সমগ্র ভারতের চলচিচত্র জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ‘পথের পাঁচালী’ চিত্ররূপে প্রকাশিত হবার পাঁচ বছর আগে বিভূতিভূষণ পরলোক গমন করেন। ১৯৫৬ সালে কান ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যালে ‘সর্বত্রেষ্ঠ মানবতা প্রকাশক’ (গুজন্দ্ধব্বন্দ্বদব্ধ ড়ত্বপ্পঙ্কু স্তুপ্সন্তত্বপ্তন্দ্ব্দ্ধ) চিত্র বলে ‘পথের পাঁচালী’ পুরস্কৃত হয় এবং সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে Barbara Bray UNESCO Features (No. 553, June quite managed to set down and transmit to the rest of the world his sense of tragic beauty and significance of Bengali country life. Ray through Banerjee's novel succeeded in transposing into a permanent and worldwide symbol of the simple sorrows of the youth and age' এর পরই বহু উৎস

াহী বিদেশি দর্শক চলচ্চিত্রের পিছনের মূল উপন্যাসটি পড়তে আগ্রহী হন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এর কোনো ইংরাজি অনুব াদ ছিল না। সেই সময়েই T. W Clark ও তারাপদ মুখার্জি UNESCO ও ভারতীয় সাহিত্য একাদেমির উদ্যোগে পথের পাঁচালীর ইংরাজি আনুবাদ ক্টSong of the Road' ১৯৬৮ সালে প্রকাশ করেন এবং তা সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করে। এই পুস্তক প্রকাশের পর Ernest Bander, Univ. of Penusylvannia, Journal of American Oriental Society তে লেখেন, Those who have admired satyajit Ray's film version now have the opportunity to enjoy once again this masterpiece which had the good fortune to be placed for translation into English in the skill full hands of the late T. W. Clark and T. Mukherjee. (Jr. of American Oriental Society. 1971)

'বাংলা' নামে একটি আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম ইউরোপ, আমেরিকা ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশিষ্ট মর্যাদার আসন লাভ করতে পারার এটি দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ১৯১৩ সালে।

ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার পরে পরেই পৃথিবীর বহু ভাষাতেই পথের পাচালীর অনুবাদ হয়। প্রখ্যাত কবি ড. শ্রীমতী ফ্রান্স ভট্টাচার্য মূল বাংলা থেকে সরাসরি ফরাসীতে পথের পাঁচালীর অনুবাদ করেন।

চেক ভাষাও অনুবাদ করেন চেক বংশোদ্ভূত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত অধ্যাপক ডুসন্ জভিটেল।

প্রাক্তন সোভিয়েট রাশিয়ার আমলে শ ভাষায় ও প্রাক্তন পূর্ব জার্মানিতে পথের পাঁচালীর অনুবাদ হয়েছিল ইংরাজি সংস্করণ থেকে। জার্মান ভাষায় পথের পাঁচালীর কিশোর পাঠ্য সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'ও প্রকাশিত হয়েছিল।

জাপানী ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রী কল্যাণ দাশগুপ্ত সরাসরি বাংলা থেকে জাপানিতে অনুবাদ করেছিলেন 'পথের পাঁচালী'। শ্রী দাশগুপ্ত জানান যে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এবার একবার আমরা পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ ঘুরে আসি। আপনারা হয়তো খেয়াল করেননি, দক্ষিণ গোলার্ধের একটি দেশে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই ধরেছেন, দক্ষিণ গোলার্ধের অষ্ট্রেলিয়ায় দেশের ৬৮ টি রাষ্ট্রভাষার মধ্যে বাংলাও একটা। তাছাড়া অষ্ট্রেলিয়ার মুখ্য শহরের প্রায় সবগুলোতে বাংলা শেখার স্কুল আছে। বাংলা শেখার স্কুল থাকা শহরের মধ্যে আছে সিডনি, মেলবোর্ন, এড়িলেড়, ক্যানবেরা, নিউক্যাস্ল্, পার্থ্। বাঙালিদের ক্ল াব আছে সিডনি, মেলবোর্ন ওপার্থ্ -এ।

বেসরকারি উদ্যোগে বাংলা শেখার কিছু ব্যবস্থা নিউজিল্যান্ডেআছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের আসরে তুলে ধরতে এগিয়ে এসেছেন অনেকেই; তাঁদের পূর্ণ তালিকা ও অবদ ানের কথা সংগ্রহ করা গবেষণার বিষয়। সেই মহৎ কাজে এগিয়ে আসা একার কাজ হলেও তার জন্যে চাই একার সঙ্গে বহুকে। আমরা আশা করবো যে শীঘ্রই কোনো কোনো উদ্যোগী বাঙালি সংস্থা গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবেন।

শিকাগোর শ্রী অনন্ত ঘোষ খবর দিচ্ছেন যে জন্মসূত্রে বিদেশি দুজন মহিলা উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছেন বাংলা সা হিত্যের উপর। একজন জন্মসূত্রে চেক হলেও বিবাহসূত্রে বাঙালিবধু। উনি হচ্ছেন শ্রীমতী মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায় -- প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও পরিসংখ্যাবিদ শ্রী মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী। মিলাডা দেবী বাংলাদেশের 'পাঁচালী' ও 'মেয়েদের ব্রতকথা' ভূমিকা সহ চেক ভাষায় অনুবাদ করেন। শ্রীমতী রাইট আমেরিকান কবি। নাম শ্রীমতী ক্যারোলাইন রাইট। উনি বহু বাংলা কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে সুনাম অর্জন করেছেন। Bengal studies conference ও উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের তিনি একজন ঘনিষ্ঠ অংশগ্রহণকারিণী।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১ শেফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে গন - আন্দোলনের সূচনা হয়, তাই ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করে মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জন্ম হয় গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের। ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিতে একটি দেশের রাজনৈতিক মুক্তিলাভ পৃথিবীর ইতিহাসেএই প্রথম। এর ফলে বাঙালি, বাংলা ভাষা ও তার সংস্কৃতি একটি নতুন মাত্রা সঞ্চার করে বিশ্ব রাজনীতি ও বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে।

দেশে বিদেশে যে অসংখ্য বাংলা সাংস্কৃতিক সংঘ গড়ে উঠেছে তার ভূমিকাও, বিদেশে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্প্রস ারণের পথে কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাদের আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠ ানের মাধ্যমে, বিনোদনের দিকটাতেই বিশেষভাবে জোর দিয়ে চলেছেন। যে পথে অগ্রসর হলে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও

সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই গঠনমূলক কাজের দিকে তাদের বিশেষ কোন লক্ষ্য নেই। যার ফলে বাংলা ভাষার পঠনপাঠন ও তারম াধ্যমে বাংলা সংস্কৃতির বিপুল ভাণ্ডারে প্রবেশ করা, অভিবাসী বাঙালিদের দ্বিতীয় প্রজন্মের পক্ষে সম্ভবই হচ্ছে না। স্বভাবতই প্র জাগে মনে যে ক্লিন্টন সিলি যদি বাংলা ভাষা আয়ত্ব করে চার হাজার বাঙালির সামনে স্বাগত ভাষণ দিতে পারেন তাহলে আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের কেউ কি আমাদের বঙ্গ সম্মেলনের উত্তরাধিকার নিতে এগিয়ে আসবে না কোনদিন? এ কি শুধুই আমাদের আকাশ কুসুম স্বপ্ন? স্বপ্ন না ও হতে পারে, যদি দৃঢ়তার সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট পথে আমরা অগ্রসর হতে পারি। এই বিষয়ে শ্রী রজত চন্দ্র শারদীয় সাংবাদিককে (অক্টোবর ৯৪) তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধে লেখেন, "অল্প বয়স থেকেই যদি নিয়ম করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এরা শিখবার ও জানবার সুযোগ পায় এবং বিশ্বের অন্যান্য ভাষা সভ্যতার সঙ্গে তার সম্পর্ক বুঝতে পারে, তাহলে এদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে ও বিভ্রান্তি কমবে। এই পথই যথার্থ পথ এবং এই পথেরই নির্দেশ দিয়েছেন Vanmeter, Clark, Mukherjee, Dimock Nicholas, Seely, Radice, অনন্ত ঘোষ প্রমুখ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা। এঁরা যে নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতার মধ্য দিয়ে, বাংলা ভাষা ও তার সংস্কৃতিকে সারা বিশ্বের প্রতিফলনের চেষ্টা করছেন, আমরা বাঙালিরা সেই দৃষ্টান্তের সার্থক অনুসরণে আমাদের উত্তর পুষদের হাতে বাংলা ভাষাও সংস্কৃতির সম্প্রসারণের অনির্বাণ দীপশিখাটি রেখে যেতে পারি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com